বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ

মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ(শাখা-১)/৪(৩৪)/২০১৯-২০২০/১১৯৬(১২০০) তারিখঃ ৩১/০৫/২০২০

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে গঠিত ৫,০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋন বিভাগ (পলিসি শাখা) এর সূত্র নং-এসিডি (পলি)/৩৬(৩)/২০২০-১৮৫০-১৮৯১ তারিখ ১৯ মে ২০২০ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋন বিভাগ (পলিসি শাখা) এর ১৯ মে ২০২০ তারিখের সূত্র নং-এসিডি (পলি) /৩৬(৩)/২০২০-১৮৫০-১৮৯১ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নিম্নে মুদ্রণ করা হলোঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০/০৫/২০২০ তারিখের ৩৩.০১.০০০০. ১১৮.০৩.০২৫.১৩.২৮৬ নং পত্র (কপি সংর্যুক্ত) এবং এ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখঃ ১৩/০৪/২০২০ (কপি সংযুক্ত) এ প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভিমত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা ঘোষনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা হলেও ঋণ বিতরণের চলমান উদ্যোগে প্রকৃত প্রান্তিক চাষী, খামারী এবং উদ্যোক্তাগণের ঋণ প্রাপ্তিতে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তারা ব্যাংক থেকে কোন তথ্য উপাত্ত এবং সহযোগিতা পাচ্ছে না। বরং ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ঋণ প্রদানের বিষয়ে নেতিবাচক ব্যবহার করছে। এতে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ সহায়তার আওতায় কোন প্রান্তিক /ক্ষুদ খামারী এ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পেয়েছে এমন তথ্য জানা যায়নি। প্রকৃত চাষী, খামারী এবং উদ্যোক্তাগণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গভর্নর মহোদয়কে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন।

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের এই সঙ্কটকালে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ৫০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণে কোনরূপ অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন এবং অসহযোগিতা কাম্য নয়। এ ধরণের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে অতিশয় কঠোরতার সাথে দায়ী ব্যাংক/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনাদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

১) স্বচ্ছতা ও হয়রানিমুক্তভাবে পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ;
২) উক্ত স্কীমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ ;
৩) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ৬.০৪.১ অনুচ্ছেদ, ৬.০৫.১ অনুচ্ছেদ এবং ৬.০৫.৩ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন এবং পোল্ট্রি খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে গঠিত ৫,০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋন বিভাগ (পলিসি শাখা) এর ১৯ মে ২০২০ তারিখের সূত্র নং-এসিডি (পলি)/৩৬(৩)/২০২০-১৮৫০-১৮৯১ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, এসিডির (পলিসি শাখা) সূত্র নং-এসিডি (পলি)/৩৬(৩)/২০২০-১৮৫০-১৮৯১ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩১/০৫/২০২০

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ(শাখা-১)/৪(৩৪)/২০১৯-২০২০/১১৯৬(১২০০) তারিখঃ ৩১/০৫/২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

৩১/০৫/২০২০

(মোঃ সাজমুল করিম চৌধুরী)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

কৃষি ঋণ বিভাগ
(পলিসি শাখা)

সূত্র নং- এসিডি(পলি)/৩৬(৩)/২০২০-১৮৫০-১৮৯১ তারিখঃ ১৯/০৫/২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এন্ড সিইও/প্রধান নির্বাহী
পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পন্নকারী ব্যাংকসমূহ (অগ্রণী, বেসিক, বিকেবি, জনতা, রাকাব, রূপালী, সোনালী, এবি, আল-আরাফাহ, বাংলাদেশ কমার্স, ব্যাংক এশিয়া, ব্র্যাক, ঢাকা, ডাচ-বাংলা, এক্সিম, ফার্স্ট সিকিউরিটি, আইএফআইসি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, যমুনা, মার্কেন্টাইল, মধুমতি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, ন্যাশনাল, এনসিসি, এনআরবি, এনআরবি কমার্শিয়াল, এনআরবি গ্লোবাল, ওয়ান, প্রাইম, পূবালী, শাহজালাল ইসলামী, সীমান্ত, স্যোসাল ইসলামী, সাউথ-বাংলা, সাউথইস্ট, স্ট্যান্ডার্ড, দি সিটি, প্রিমিয়ার, ট্রাস্ট, ইউনিয়ন, ইউসিবিএল এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ)
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা/ রাজশাহী।

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে গঠিত ৫,০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০/০৫/২০২০ তারিখের ৩৩.০১.০০০০. ১১৮.০৩.০২৫.১৩.২৮৬ নং পত্র (কপি সংযুক্ত) এবং এ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখঃ ১৩/০৪/২০২০ (কপি সংযুক্ত) এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভিমত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা ঘোষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা হলেও ঋণ বিতরণের চলমান উদ্যোগে প্রকৃত প্রান্তিক চাষী, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের ঋণ প্রাপ্তিতে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রান্তিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তারা ব্যাংক থেকে কোনো তথ্য উপাত্ত এবং সহযোগিতা পাচ্ছেন না। বরং ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ঋণ প্রদানের বিষয়ে নেতিবাচক ব্যবহার করছে। এতে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ সহায়তার আওতায় কোন প্রান্তিক/ক্ষুদ্র খামারি এ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পেয়েছে এমন তথ্য জানা যায়নি। প্রকৃত চাষী, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গভর্নর মহোদয়কে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন।

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের এই সঙ্কটকালে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ৫,০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণে কোনরূপ অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন এবং অসহযোগিতা কাম্য নয়। এ ধরণের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে অতিশয় কঠোরতার সাথে দায়ী ব্যাংক/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনাদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

১) স্বচ্ছতা ও হয়রানিমুক্তভাবে পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ;

২) উক্ত স্কীমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ;

৩) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ৬.০৪.১ অনুচ্ছেদ, ৬.০৫.১ অনুচ্ছেদ এবং ৬.০৫.৩ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন এবং পোল্ট্রি খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তা এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ বর্ণনা মোতাবেক

(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাসুম)
যুগ্ম-পরিচালক
ফোনঃ ০২৫৫৬৬৫০০১-২০/২০১৭৭

গভর্নর মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.১১৮.০৩.০২৫.১৩.২৮৬ তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪২৭
১০ মে ২০২০

বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাসের এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষিখাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কীম পরিচালনা।

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের অভিলক্ষ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের রূপকল্প নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১,১৮,০৪০ কোটি টাকা (৪.৯৭%) এবং কর্মসংস্থান প্রায় ৪.৯ কোটি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-৩১%)। করোনা মহামারি জনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, পরিবহণ এবং বিপণন নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হওয়ায় ক্ষতি এ খাতে বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। বিনিয়োগকারী প্রান্তিক পর্যায়ের চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণ আজ বিপর্যস্ত। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে কোন কোন স্থানে চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত মাছ, দুধ, ডিম এবং পোল্ট্রি বাজারজাত করতে ব্যর্থ হয়ে চরমভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদ্ভুত আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী এবং সময়পযোগী পুন:অর্থায়ন স্কীম ঘোষনা এ খাতের ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। যা এ খাত সংশ্লিস্টদের একটি বড় অপ্রকাশিত চাওয়া ছিল। তারা আবারো ঘুরে দাড়ানোর স্বপ্ন দেখছে।

২। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে পুন:অর্থায়ন স্কীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা ঘোষনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে ঋণ বিতরনের চলমান উদ্যোগে প্রকৃত প্রান্তিক চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের ঋণ প্রাপ্তিতে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রান্তিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তারা ব্যাংক থেকে কোন তথ্য উপাত্ত এবং সহযোগিত পাচ্ছেননা। বরং ব্যাংকের কর্মকর্তা ঋণ প্রদানের বিষয়ে নেতিবাচক ব্যবহার করছে। এতে তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ সহায়তার আওতায় কোন প্রান্তিক/ক্ষুদ্র খামারি এ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পেয়েছে এমন তথ্য জানা যায়নি। প্রকৃত চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এ কার্যক্রমের উদ্দ্যেশ্য সফল হবে না এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৩। ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করা হলে প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্থ খামারিরা উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কৃষি ঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বিদ্যমান অবস্থা উত্তরণে সহায়ক হবে এবং কর্মসূচী সফল হবে বলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মনে করে। সাথে সাথে ঋণ প্রদান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করাও বিশেষ প্রয়োজন।

৪। এমতাবস্থায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় নভেল করোনা ভাইরাসের এর প্রাদুর্ভাবের কারনে কৃষিখাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কৃষি ঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

১০-৫-২০২০
রওনক মাহমুদ
সচিব

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

website: www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

তারিখঃ ১৩ এপ্রিল ২০২০ / ৩০ চৈত্র ১৪২৬

এসিডি সার্কুলার নং - ০১

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দীর্ঘায়িত হলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ ভাগ শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে হিসেবে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪,১২৪.০০ কোটি টাকার ৬০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে। শস্য ও ফসল খাতে চলমান ঋণপ্রবাহ পর্যাপ্ত থাকার দরুন এ খাত অপেক্ষা কৃষির চলতি মূলধন ভিত্তিক খাতসমূহে অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ খাতগুলিতে ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এপ্রেক্ষিতে, চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষির অন্যান্য খাতে (হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে দেশের সার্বিক কৃষিখাত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত খাতসমূহের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

১. সূচনা ঃ (ক) এ স্কীমের নাম হবে "কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম";
(খ) তহবিলের পরিমাণ হবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে এ অর্থায়ন করা হবে;
(গ) এ স্কীমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ পূর্বক মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে ।
(ঘ) ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর বরাদ্দকৃত তহবিল হতে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।
(ঙ) ব্যাংকসমূহের বর্তমান গ্রাহকদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকগণ বিদ্যমান ঋণ সুবিধার অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ এ স্কীমের আওতায় গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানতের/সহায়ক জামানতের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া নতুন গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কীমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে। তবে এ স্কীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
(চ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে।

২. ঋণের মেয়াদ ঃ (ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে আসল এবং সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ হারে) পরিশোধ করবে।

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের ন্যায় গ্রাহক পর্যায়েও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ১৮ মাস (৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ)।

চলমান পাতা-২

৩. ঋণের সুদের হারঃ (ক) এ স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ হার চলমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৪. ঋণ বিতরণের খাতঃ শস্য ও ফসল খাত ব্যতীত কৃষির অন্যান্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল খাতসমূহ (যথাঃ হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) ; তবে, কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের ৩০% এর অধিক ঋণ বিতরণ করতে পারবেনা। এছাড়াও, যে সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়পূর্বক সরাসরি বিক্রয় করে থাকে তাদেরকেও এ স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্দ্ধে ঋণ বিতরণ করতে পারবে না;

৫. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতিঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

৬. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ (ক) বিভিন্ন দফায় ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে ;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না ;

(গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকল্পন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে ;

(ঘ) এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমান অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৭. অন্যান্য শর্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে ;

(খ) উক্ত ঋণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে ;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

সংযুক্ত ছক

ব্যাংকের নামঃ

মাসের নামঃ

অর্থবছরঃ

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							